২০০৬ সালের এবং ২০০৯-১৬ পর্যন্ত সময়ের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ, ব্যয়, প্রকল্প সংখ্যা এবং উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নরূপঃ

বাজেট বরাদ্দঃ

অর্থ বছর	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)			ব্যয় (কোটি টাকায়)			ব্যয়ের শতকরা হার	প্রকল্প/স্কীমের সংখ্যা
	মোট বরাদ্দ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		
২০০৬-২০০৭	২৭১.৪১	১৪৮.৩৩	১২৩.০৮	২৩০.১৮	১৩৭.০১	৯৩.১৭	৮৫%	২৩৭টি
২০০৮-২০০৯	৩২২.৯৮	১১২.৪৬	২১০.৫২	৩০৪.৫৮	১০৫.১৫	১৯৯.৪৩	৯৪.৩০%	৩৬৪টি
২০০৯-২০১০	২৭৫.১৪	১২৮.২৪	১৪৬.৯০	২৩৭.৩০	১২৪.৯১	১১২.৩৯	৮৬.২৫	৫০৩টি
২০১০-২০১১	৩১১.০৭	১৫৮.৪৯	১৫২.৫৮	২৯৯.০০	১৫০.৯১	১৪৮.০৯	৯৬.১২%	৫১৭টি
২০১১-২০১২	৩১৮.৫৭	১৮৭.৭৩	১৩০.৮৪	৩১৫.৬০	১৭৭.১২	১৩৮.৪৮	৯৯.০৭%	৫৮৪টি
২০১২-২০১৩	৩২৫.৯১	১৮৭.৪৪	১৩৮.৪৭	৩১৬.৩৪	১৮৩.৪২	১৩২.৯২	৯৭.০৬%	৭৮৫টি
২০১৩-২০১৪	৩৬৩.২২	২১২.৭৭	১৫০.৪৫	২৯৮.৬৩	২০৩.৪৫	৯৫.১৮	৮২.২২%	১২৬০টি
২০১৪-২০১৫	৪২৩.৩৮	২৯৫.০০	১২৮.৩৮	৪০৫.৯০	২৯০.১৬	১১৫.৭৪	৯৩.২৬%	১৩৪১টি
২০১৫-২০১৬	৫১০.৪০	৩৬৫.০৩	১৪৫.৩৭	২১৮.৩২	১৫৫.৩০	৬৩.০২	মার্চ/২০১৬ পর্যন্ত	১৫৪৫টি
মোট	২৮৫০.৬৭	১৬৪৭.১৬	১২০৩.৫১	২৩৯৫.৬৮	১৩৯০.৪২	১০০৫.২৫	৯৩.০৩%	৫৩৫৪ টি

২০০৬ সালে এবং ২০০৯-২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়ে টি.আর ও জি.আর খাতে বরাদ্দের বিবরণী:

অর্থ বছর	টি.আর (মে.টন)	জি.আর (টাকা)
২০০৬-২০০৭	৭৫০০০ মে. টন	১৫০০০০০০
২০০৮-২০০৯	৭৫০০০ মে. টন	১৫০০০০০০
২০০৯-২০১০	৭৫০০০ মে. টন	১৫০০০০০০
২০১০-২০১১	৭৫০০০ মে. টন	২৫০০০০০০
২০১১-২০১২	৭৫০০০ মে. টন	২৫০০০০০০
২০১২-২০১৩	৮০০০০ মে. টন	২৫০০০০০০
২০১৩-২০১৪	৭৫০০০ মে. টন	২৫০০০০০০

২০১৪-২০১৫	৭৫০০০ মে. টন	৩০০০০০০০
২০১৫-২০১৬	৭৫০০০ মে. টন	৩০০০০০০০

টি.আর খাতে সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচী, ২৫৯৯৭ জন অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি, জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের খাদ্য পুনর্বাসন কর্মসূচি, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচি, বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয় এবং জি.আর খাতে আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচি, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের জন্য ব্যয় করা হয়।

- বিগত ২০০৯-২০১৬ পর্যন্ত সময়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন সমূহঃ

০১। তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলায় ১১৯টি ইউনিয়নে ৪০০০ পাড়াকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকার ১,৭৬,০০০ পরিবারকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়: ব্যবস্থা ইত্যাদি মৌল সেবা প্রবাহের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

০২। এ পর্যন্ত ৪০০০ পাড়াকর্মী, ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মী, ১২৫ জন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ১৯,০০০ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত ইতিবাচক ভুমিকা পালন করছে।

০৩। বর্তমানে ৪০০০ পাড়া কেন্দ্রে ৫৪,০০০ জন শিশু প্রি-স্কুলে অধ্যয়নরত আছে। চলতি বছর প্রি-স্কুল উত্তীর্ণ ২২,০০০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পাড়াকেন্দ্র থেকে ২ লাখের বেশি শিশু প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। যাদের অধিকাংশ এখন উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত আছে।

০৪। ''পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় তিনটি অফিস বিল্ডিং (ফাংশনাল বিল্ডিং) নির্মাণ করা হয়েছে।

০৫। গ্রামীণ সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে মহিলা ও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এইচবিবি রোড ১৫০ কি:মি:, ৩৩৬০ মিটার সেতু/কালবার্ট ও সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রায় ২২৬৮৬ মি. সেচনালা তৈরী করা হয়েছে।

০৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৫০টি স্কুল পরিচালনা কমিটি গঠন করে স্কুল ঘর নির্মাণ এবং পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ৮৩৮০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ২২৯৯ জন শিশুকে বহুভাষা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

০৭। ইউএনডিপি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ২০৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সাম্প্রতিককালে জাতীয়করণ করা হয়েছে।

০৮। এই প্রতিবেদনকালে স্থানীয় পর্যায় প্রায় ১৭০০টি শস্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ১৪২০৬টি পরিবার উপকৃত হয়েছে এবং ১৮৫৯৫৪০ কেজি চাল পরিবারগুলোর মধ্যে নিম্ন সুদে বিতরণ করা হয়েছে।

০৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করণের লক্ষ্যে ইক্ষুচাষ সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০। বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া হাইস্কুল ও হোস্টেলে যাতায়াতের জন্য এপ্রোচরোডসহ ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

১১। বান্দরবান সদরের হেবরণ পাড়ায় যাওয়ার জন্য আরসিসি ব্রীজসহ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

১২। বান্দরবান ডায়াবেটিস হাসপাতালের ভবন সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১৩। খাগড়াছড়ি হাদুকপাড়া রাস্তার অসমাপ্ত (কার্পেটিং) কাজ সমাপ্তকরণ সহ প্রতিরোধমূলক কাজ করা হয়েছে।

১৪। মানিকছড়ি ডাইনছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এবং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

১৫। খাগড়াপুর মহিলা সমিতির Women Resource Centre ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১৬। রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার রাঙ্গামাটি জেলা স্কুল,রিজার্ভ বাজার ও এতদসংলগ্ন এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি রিজার্ভ বাজার এলাকায় একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে ।

১৭। রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুক ভাঙ্গা ইউনিয়নের চোংড়াছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১৮। বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউ,পি শিজক দোসর রাজার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১৯। কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছে।

২০। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে উপজেলা এবং জেলা সদরের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে ১৫৩ কিঃ মিঃ গ্রামীণ সড়ক, ৪,৫৩৩ মিটার সেতু, ৯৪১ মিটার কালভার্ট নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়েছে। এতে ৬,৭৫০ পরিবার অধ্যুষিত ২২৫টি প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা এবং জেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে;

২১। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য চাষ এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১,০৩,৩৪৪ বঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট ১০টি জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে;

২২। সামাজিক সুবিধাদির মধ্যে প্রায় ১০০০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়েছে;

২৩। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির মানোন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ৮৬টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়েছে;

২৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় পাঠদান চালু করা হয়েছে;

২৫। সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৭০০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীকে বিনা খরচে খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ ,শিক্ষা উপকরণ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে।

২৬। রাংগামাটিতে রিজার্ভ বাজার হতে ঝুলুক্কা পাড়া পর্যন্ত ব্রিজ নির্মাণাধীন রয়েছে।

২৭। এছাড়া ছোট ছোট যোগাযোগ অবকাঠামোসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বনায়ন, তাঁত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ, বিদ্যুতায়ন, কৃষি গবেষণা সম্প্রসারণ, মৎস্য চাষ ও পশু সম্পদের উন্নয়ন, ফলমুলের বাগান স্থাপন, রাবার বাগান সৃজন, পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা সম্প্রসারণ, পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ৫৩৫৪টি স্কিম বাস্তবায়নকরা হয়েছে।

২৮। **০৪টি নতুন প্রকল্পঃ** ৪টি নতুন প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হওয়ার পর উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার সার্বিক উন্নয়নসহ ঐ অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। প্রকল্পগুলো নিম্নরূপঃ

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প(২০১৫-২০২০) (প্রাক্কলিত ব্যয়-৩৬৮০.৮৪ লক্ষ টাকা)

খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প(২০১৫-২০১৮)(প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা)

গ) ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ(২০১৬-২০১৭) (প্রাক্কলিত ব্যয়-১২০.০০ কোটি টাকা)

ঘ) খাগড়াছড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পাশ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (২৪৪৬.৭১) লক্ষ টাকায়। মেয়াদ ২০১৬-২০১৮।

২৯। ২০০৯ – ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে নিম্নোক্ত বিভাগ /প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	হস্তান্তরিত বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের নাম	হস্তান্তরের বছর
১।	নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট।	২০০৯
২।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২০১২
৩।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০১২
৪।	জুম চাষ	২০১৩
৫।	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	২০১৪
৬।	পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	২০১৪
৭।	স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স	২০১৪
৮।	জনম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরি সংখ্যান	২০১৪
৯।	মহাজনী কারবার	২০১৪
১০।	স্থানীয় পর্যটন	২০১৪

১৯৮৯-২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট ১৭ টি বিভাগ/প্রতিষ্ঠান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে।